a) সত্তা বা তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি কাকে বলে? 10/5

b) দেকার্ত এবং আনসেলমের সত্তা বিষয়ক যুক্তির মধ্যে কি পার্থক্য আছে? Marks - 10

17/12/07

উত্তর: [সত্তা বিষয়ক যুক্তির মুখ্য বক্তব্য হল — ঈশ্বরের ধারনার মধ্যেই ঈশ্বরের বাস্তবতা নিহিত। ঈশ্বরের ধারনা হল এক অস্তিত্বের ধারনা, যেজেই তা নিছক ধারনা হতে পারেনা। সেজন্য এই যুক্তি ঈশ্বরের ধারনা থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানে সচেষ্ট হয়। আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারনার উপস্থিতি তার সত্তা বা অস্তিত্ব প্রমান করে। চিন্তন ধারনা থেকে অস্তিত্বে উপনীত হওয়া বা অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত করায় এই যুক্তিটির মূল কথা।] ২ নম্বর

b) উঃ [ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে এই তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিটির উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হলেন আনসেল্ম এবং দেকার্ত। আনসেলমের বক্তব্য হল — ঈশ্বরের ধারনা এমন যার থেকে পূর্ণতম ও মহত্তম কিছু চিন্তা করা যায় না। কিন্তু অস্তিত্ব পূর্ণতার অঙ্গগত। যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। শুধু চিন্তায় যার অস্তিত্ব আছে তার তুলনায় চিন্তায় এবং বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে তা পূর্ণতর। যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণতম ও

সর্বোত্তম, তাই তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র ~~চিন্তায়~~ চিন্তায় নেই, বাস্তবেও আছে।

☐ প্রায় পঁচিশ বছর পর অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে দেকার্ত মনে করলেন আনসেলমের উপরিউক্ত প্রমাণ দোষযুক্ত। উপরিউক্ত যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্যম্ভাবী প্রমাণিত হয় না। দেকার্তের মতে, আনসেলমের প্রমাণ থেকে তার প্রমাণ ভিন্ন।

☐ তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি প্রসঙ্গে দেকার্তের বক্তব্য হল — পূর্ণতম সত্তা ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ভাবে নিঃসৃত হয়। দেকার্তের এই ~~যুক্তি~~ তাত্ত্বিক যুক্তি তার প্রকৃত কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় যুক্তি থেকে পৃথক। ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে কেবল যে অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিহিত আছে তা নয়, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব ঈশ্বরের পূর্ণতম সত্তার ধারণায় অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বস্তুর ধারণা তাদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারে না, যেমন- 'ঘট' বললে তার আকার, তরল পদার্থ ধারণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছুই সাধারণভাবে বোঝায়। কিন্তু 'ঘট' বললে তার অস্তিত্বের বাস্তবতা বোঝায় না। অর্থাৎ 'ঘটের' ধারণার মধ্যে তার অস্তিত্বের বিষয়টি নিহিত নেই। দেকার্ত গণিতের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন - যেকোন ত্রিভুজ সম্পর্কেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এর তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। কারণ

কারণ ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। ঠিক একইভাবে পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকে আমরা তার বাস্তব এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। অস্তিত্বহীন বস্তু কখনও অসীম বা পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে তার অস্তিত্বের ব্যাপারটি তর্কবিদ্যা সম্মতভাবে নিঃসৃত হয়।] 5৩

□ সমালোচনা:

কান্ট এই বিশ্লেষক যুক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অস্তিত্বের ধারণা ও বাস্তব অস্তিত্ব এক নয়। বাস্তব অস্তিত্ব অস্তিত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত নেই। অতএব অস্তিত্বের কেবল ধারণা থেকে বাস্তব অস্তিত্ব সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হতে পারে না। আমি যদি ধারণা করি যে, আমার পকেটে একশত ডলার আছে, নিছক এই ধারণা মাত্র থেকে যেমন একশত ডলারের বাস্তব অস্তিত্ব সূচিত হয় না, সেইরূপ পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকে সেই সত্তার অস্তিত্বের ধারণা নিঃসৃত হয় বটে, কিন্তু তার প্রকৃত অস্তিত্বের কোন নির্দেশ আবশ্যিকভাবে পাওয়া যায় না।

উপসংহার

কান্টের অভিযোগের উত্তরে বলা হয় যে, 'অস্তিত্ব' শব্দটির দ্বারা কান্ট যদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু বিষয়রূপে বিশেষ গুণের অস্তিত্বের কথা বুঝে থাকেন, তবে অবশ্য চিন্তা বা ধারণা থেকে অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। মুদ্রা সম্পর্কে কান্ট-এর অভিযোগ সত্য হলেও ঈশ্বর সম্পর্কে একথা বলা চলে না। কেননা ঈশ্বরের ধারণাই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। পরবর্তী কালে দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন যে, আমাদের অন্তর চেতনার সাথে ঈশ্বরের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং, চিন্তা ও সত্তা মূলত অভিন্ন। কিছু কিছু ধর্ম দার্শনিকেরাও পরবর্তী কালে বলেছেন ঈশ্বরকে লাভ করার অর্থ হল কোন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকার নয়, বরং নিজের সত্তায় অংশগ্রহণ করা। মনে হয় দেকার্ত এই আত্মচেতনা ও চিন্তার দিক থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।